ওয়াশিকুর বাবু

রচিত বিদ্রূপরচনা সিরিজ

নাস্তিকদের কটূক্তির দাঁতভাঙা জবাব

একটি ধর্মকারী কুফরী কিতাব

এতো অল্প বয়সেই পরিপক্ক স্বচ্ছ চিন্তা, স্পষ্ট শাণিত যুক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে নিজের জাত চেনাতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর লেখা তাঁকে করে তুলেছিল অন্যদের চেয়ে আলাদা, স্বতন্ত্র। এমনকি মহানবীর মহান বীর অনুসারীরাও বুঝে গিয়েছিল, এই ছেলের ভেতরে আগুন আছে, যা ইছলামের আরোপিত মেকি সৌন্দর্য ঝলসে দিয়ে প্রকৃত কদর্য রূপটি প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে মোকাবিলার সামর্থ্য ও ক্ষমতা ইছলামীদের নেই। ক্ষুরধার যুক্তির কাপুরুষোচিত উত্তর ধারালো চাপাতির মাধ্যমে দিয়ে তারা অভ্যস্ত। আর সেটাই তারা করেছে গত বছর এই দিনে। যদিও দুই হত্যাকারী ধরা পড়েছে ঘটনাস্থলেই, তবু এই এক বছরে বিচারকার্যের কোনও অগ্রগতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়নি। এর একমাত্র কারণ - কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব। মদিনা সনদ অনুযায়ী পরিচালিত দেশের সরকারটি এখন দেশজুড়ে মসজিদ-মাদ্রাসার প্রসারে (পড়ুন, ইছলামী উগ্রবাদের প্রসারে) অন্তপ্রাণ, হেফাজতলেহন ও মোল্লাতোষণকে তা গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে।

বর্তমান ইবুকে গ্রন্থিত ওয়াশিকুর বাবুর লেখা সূক্ষ্ম রসের এই সিরিজটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল খুব। এতে ধর্মবিশ্বাসীদের ব্যবহৃত যুক্তিগুলোর দুর্বলতা, অর্থহীনতা, স্ববিরোধিতা, অসারত্ব ও অসাড়ত্ব ব্যবহার করে তাদের যুক্তি দিয়ে তাদেরকেই ঘায়েল করেছেন তিনি।

এই ইবুকের একেক পাতায় দু'টি করে প্রশ্নোত্তর দেয়া আছে এবং পাঠককে মনে রাখতে হবে, একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও তারা পরস্পরের পরিপূরক। দুই প্রশ্নোত্তরের মাঝখানে একটি উভমুখী তীর দিয়ে তা নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধর্মকারীতে ওয়াশিকুর বাবুর লেখা পোস্টের সংখ্যা শতাধিক। তিনি লিখতেন দু'টি ছদ্মনামে - "অ বিষ শ্বাসী" ও "ধর্মবিদ দেশী"। ধর্মকারীতেই প্রকাশিত তাঁর "ফাল দিয়া ওঠা কথা" সিরিজ ও আরও অনেক লেখা বর্তমান ইবুকে অগ্রন্থিত হলেও পরবর্তীতে অবশ্য প্রকাশিতব্য।

ওয়াশিকুর বাবু, আপনার জীবদ্দশায় আপনার প্রতি আমার অপার মুগ্ধতার কথা আপনাকে জানিয়েছি একাধিকবার, শুনে আপনি বিব্রত হতেন খুবই।

আপনাকে সতর্ক থাকতে বললে আপনি বরাবরই নিরাসক্তভাবে উত্তর দিতেন, "আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই।" বাবু, সব সময় সঠিক কথা বলে অভ্যস্ত আপনার এই কথাটি কিন্তু অত্যন্ত ভুল ছিলো।

- ধর্মপচারক
৩০.০৩. ২০১৬

আসুন, নাস্তিকদের কটূক্তির বিরুদ্ধে দাঁতভাঙা জবাব দিই...

কটূক্তি ১:
মুহাম্মদ কাবায় স্থাপিত পৌত্তলিকদের মূর্তি ভেঙেছে, পালক সন্তানের বিধান বাতিল করে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছে, নারীদের ওপর পর্দা চাপিয়ে দিয়েছে...

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, কোনো প্রথা বা আচার সমাজে প্রচলিত হলেই তা কল্যাণকর হয় না। আমাদের মনে রাখতে হবে, মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। তিনি অনেক প্রথা বাতিল করে নতুন বিধান দিয়েছিলেন সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে। তার প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনেই সুদূরপ্রসারী কল্যাণ নিহিত...

কটূক্তি ২:
মুহাম্মদ যুদ্ধবন্দিনীদের ধর্ষণ করেছিল; একাধিক পত্নী, উপপত্নী, দাসী রেখেছিল; নাবালিকা বিয়ে করেছিল; অমুসলিমদের হত্যা অথবা নির্বাসিত করেছিল...

দাঁতভাঙা জবাব:
নাস্তিকরা আসলেই বেকুব। আরে এসব প্রথা তো তৎকালীন আরবেই প্রচলিত ছিল। সময়ের প্রয়োজনে প্রচলিত কোনো প্রথা অনুসরণ করলে তাঁর দোষ কোথায়? আসলে ইসলামবিদ্বেষী হলেও নাস্তিকগুলা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না...

কটূক্তি ৩:
ইসলামে যুদ্ধবন্দিনী ও দাসীধর্ষণ বৈধ।

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন অতীতের প্রক্ষাপটে কে কী করেছে, এ প্রসঙ্গ তোলা এখন অবান্তর। বর্তমানে মুসলমানরা তো আর দাসীধর্ষণ করছে না!

কটূক্তি ৪:
এখনো বিশ্বের অনেক জায়গায় মুসলিমরা হিল্লা বিয়ে, মেয়েদের খৎনা এসব বর্বর প্রথার চর্চা করছে।

দাঁতভাঙা জবাব:
বর্তমানের মুসলিমরা কোনো অপকর্ম করলেই তার জন্য ইসলাম দায়ী হবে কেন? এরা সহী মুসলিম নয়। আমাদের দেখতে হবে, নবী ও তার সাহাবীরা কীভাবে ইসলাম পালন করতেন...

কটূক্তি ৫:

ইসলামে যাচাই-বাছাই করার সুযোগ নেই। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। ধর্ম ত্যাগ করলেই কতল...

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ধর্মত্যাগী হওয়া মানে নিজ পরিবার, গোত্রের সাথে বেঈমানি করা। আপনি কি জন্মভূমি যাচাই-বাছাই করেন নাকি জন্মসূত্রে পান? কিছু কিছু বিষয় আছে যাবতীয় প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। ধর্মও তাই।

কটূক্তি ৬:

ইসলামে অন্য ধর্মানুসারীদের জাহান্নামি বলা হয়েছে। কিন্তু জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের জন্য তো কেউ দায়ী নয়। তাহলে কেন ভাল কাজ করেও বিধর্মী মাত্রই জাহান্নামি হবে?

দাঁতভাঙা জবাব:

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মই কেন কেউ আঁকড়ে ধরে থাকবে? তার কি বিচার-বিবেচনা নেই? সে কি ভাল-মন্দের পার্থক্য বোঝে না?

কটূক্তি ৭:

হাদিসে নারীদের নিয়ে অনেক আপত্তিকর বক্তব্য আছে। নারীকে ঘোড়া, কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে; পুরুষের জন্য অশুভ বলা হয়েছে; স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোনো পয়গম্বর কি এরকম জঘন্য কথা বলতে পারেন?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, আল্লাহ নিজে কোরানকে সংরক্ষিত করলেও হাদিসকে করেননি। হাদিসগুলোতে মানুষের হস্তক্ষেপ হয়েছে, তাই এগুলোতে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া ইহুদি-নাসারারা ষড়যন্ত্র করে অনেক ভুল তথ্য ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই হাদিস বাদ দিয়ে কোরানেই মনোযোগী হতে হবে। কোরানই ইসলামের আসল উৎস...

কটূক্তি ৮:

কোরানে নারীকে শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

দাঁতভাঙা জবাব:

বিচ্ছিন্নভাবে একটা আয়াত তুলে দিয়ে কোরানের ভুল ধরলেই তো হবে না। কোন প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়েছে, তা জানতে হবে। এর জন্য হাদিস পড়তে হবে...

কটূক্তি ৯:

মুসলমানরা ভিন্ন দেশের মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের জন্য প্রচুর সমালোচনা করে, অথচ নিজ দেশে অমুসলিমদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে উচ্চবাচ্য করে না।

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, আল্লাহ কোরানে মুসলিমদের ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ভাইদের প্রতি বেশি টান থাকাই তো স্বাভাবিক, তাই না?

কটূক্তি ১০:

মুসলিমরা একে অপরের ভাই হলে নিজেদের মধ্যে এত বিভক্তি কেন? কেন এত হানাহানি, রক্তারক্তি?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, নবীজি নিজেই বলেছেন, মুসলিমরা ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে। তাই মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ নবীর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে...

কটূক্তি ১১:
ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। দু'জন ব্যক্তি পরস্পরের ইচ্ছায় মিলিত হলে তাদের কেন মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে? এটা কি অমানবিক নয়?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, যৌনস্বাধীনতা কখনোই গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। এর ফলে পরকীয়া বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এর কারণে নারীরা মূলত স্বাধীনতার নামে পণ্যে পরিণত হয়।

⇕

কটূক্তি ১২:
ধর্ষণের মত জঘন্য যৌন-অপরাধ কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, যুদ্ধবন্দিনীরা মুসলিমদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নিজেরাই মিলিত হত। এতে তারাও আনন্দ পেত, সেটা কি আপনাদের চোখে পড়ে না? আর দাসীদেরকে তো ভরণপোষণ দিতে হত। এর ফলে তারা নিরাপত্তা পেত। সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারত...

কটূক্তি ১৩:

মুসলমানরা চোদ্দশ বছর পূর্বের জীবনবিধানে ফিরে যাওয়ার কথা বলে। যা আজকের যুগে অচল।

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যাবস্থা। এখানে সব সমস্যার সমাধান দেওয়া আছে।

কটূক্তি ১৪:

কিন্তু মুসলমানরা ঠিকই বিধর্মীদের প্রবর্তিত আধুনিক জীবনযাপনের সুফল ভোগ করে...

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইসলাম নমনীয় ধর্ম। এখানে পরিবর্তনের সুযোগ আছে...

কটূক্তি ১৫:
ইসলাম বা নবীকে নিয়ে কটাক্ষ করলে মুসলিমরা তার প্রতিবাদে রক্তপাত করে। এটা কি গ্রহণযোগ্য?

দাঁতভাঙা জবাব:
ইসলাম বা নবীকে কটাক্ষ করা মানে ১৫০ কোটি মুসলিমের অনুভূতিকে আহত করা। এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য...

কটূক্তি ১৬:
মুসলিমরাও তো অন্যান্য ধর্মকে ঠিকই কটাক্ষ করে। এতে অসংখ্য বিধর্মীদের অনুভূতি আহত হয় না?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, কেউ ভ্রান্ত ধর্মে বিশ্বাস করলেই কি সেটাকে সম্মান জানাতে হবে? কারো বিশ্বাস যদি হাস্যকর হয়, তাহলে সেটা নিয়ে হাসাহাসি করা যাবে না কেন?

কটূক্তি ১৭:
ইসলাম জ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করে না। শুধু কোরআন, হাদিস বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের কথা বলে...

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, ইসলাম বিষয়ে জানায় আপনার ব্যাপক ঘাটতি আছে। কোরআন হচ্ছে সর্ব জ্ঞানের আধার। আর আমাদের নবী বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন পর্যন্ত যাও।' মূলত ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, এখানে সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আপনি নিশ্চয় ইবনে সীনা, আল রাজী'দের কথা জানেন...

কটূক্তি ১৮:
তাহলে মুসলিমরা কেন আরুজ আলী মাতব্বুর, হুমায়ুন আজাদকে ঘৃণা করে, কেন বিবর্তন পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে দেয় না?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, এরা নাফরমানি কথাবার্তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আর এসব দুনিয়াবি জ্ঞান নিয়ে কী হবে? দুনিয়া দুইদিনের, আখিরাতই আসল। এত জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে পরে নাস্তিক হবে নাকি?

কটূক্তি ১৯:
কোরানের ২১:৩২ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি আকাশ মণ্ডলীকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, অথচ তারা আমার আকাশস্থ নির্দেশাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।' অথচ আকাশ বলতে কিছুর অস্তিত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না। তাহলে কোরআন কীভাবে বিজ্ঞানময় কিতাব হয়?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, এখানে আকাশ বলতে প্রতীকীভাবে ওজোন স্তরের কথা বলা হয়েছে। আপনার জানেন, ওজোন স্তরের মাধ্যমে আমরা সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিষয়ে সম্প্রতি জানতে পারলেও কোরানে আল্লাহ ১৪০০ বছর আগেই এই কথা বলে দিয়েছেন।

কটূক্তি ২০:
কিন্তু কোরানের ৬৭:৫ আয়াতে বলা আছে, 'আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা (তারকামন্ডলী) দ্বারা সাজিয়েছি;' আকাশ বলতে যদি ওজোন স্তর বোঝায় তাহলে কি বলতে হবে, ওজোন স্তরের ভেতরেই তারা অবস্থিত...?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, বিজ্ঞান আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেই যে আকাশ নেই, তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞানীরা তো মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যায়নি। মানুষের জানার বাইরে মহাবিশ্বের বিশাল অংশ আছে। তাই বলা যায়, আকাশও আছে। আর প্রথম আকাশের অভ্যন্তরেই নক্ষত্রমণ্ডলীসহ আমাদের মহাবিশ্ব, পৃথিবী অবস্থিত...

কটূক্তি ২১:

ইসলামকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বলা হয়। তার মানে দাসপ্রথা চিরকালের জন্য প্রযোজ্য?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইসলাম একটা মানবিক ধর্ম। দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়নি তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু ইসলামে ইজমা-কিয়াসের বিধান রাখা হয়েছে অর্থাৎ যে কোনো প্রথা রহিত করা সম্ভব...

কটূক্তি ২২:

তাহলে ইজমা কিয়াসের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কন্যা শিশুদের সমান অধিকার প্রশ্নে মুসলিমরা সম্মত হচ্ছে না কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইসলাম একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজাতির সার্বিক কল্যাণে এই জীবনবিধান তৈরি করা হয়েছে। মূলত ইসলাম নারীদের দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। কিন্তু আপনারা ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থে আপনি আল্লাহর আইন ভঙ্গ করতে চান, এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়...

কটূক্তি ২৩:

মুহাম্মদ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার কারণে আসমা বিনতে মারোয়ানকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বর্তমানে মুসলিমরাও মুহাম্মদকে ব্যঙ্গের জবাবে ফাঁসির দাবি করে। যত বড় মহামানবই হোক না কেন, তার সম্মানের মূল্য কি মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি হতে পারে?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, মুহাম্মদ শুধুই একজন মহামানব ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন; যাকে সৃষ্টি না করলে আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, প্রাণীজগৎ কিছুই সৃষ্টি হত না। বলা যায়, মুহাম্মদের জন্যই মানুষ। তাই তাকে ব্যঙ্গ করা কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নয়...

কটূক্তি ২৪:

তার মানে, সব মানুষের আগমন হয়েছিল মুহাম্মদের কারণে। তাহলে মুহাম্মদের আগমন হয়েছিল কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, মুহাম্মদ আসার আগে সমগ্র মানবজাতি জাহেলিয়াতের আঁধারে ডুবে ছিল। তিনি না আসলে মানবজাতি আজো বর্বর রয়ে যেত। মানুষকে রক্ষা করতেই মুহাম্মদের আগমন। তাই বলা যায়, মানুষের জন্যই মুহাম্মদ...

কটূক্তি ২৫:
মুমিনরা সবসময়ই দাবী করে, নাস্তিকরা ইসলাম সম্পর্কে কিছু না জেনেই সমালোচনা করে। অথচ অধিকাংশ মুসলিমের থেকে নাস্তিকরাই ইসলাম সম্পর্কে বেশি জানে।

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, অধিকাংশ মুসলিমই জাগতিক ভোগে মত্ত হয়ে ইসলামী জ্ঞান থেকে দূরে সরে গেছে। তাই তাদের জানার সাথে তুলনা সঠিক নয়। আপনাদের হক্কানি আলেমদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। তাহলেই প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা অর্জন করতে পারবেন। জাগতিক যে কোনো বিষয়েই যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক প্রয়োজন, তেমনি ইসলাম সম্পর্কে জানতেও আলেম-ওলামাদের সাহচর্য প্রয়োজন।

কটূক্তি ২৬:
কিন্তু আলেম-ওলামাদের বক্তব্য ওয়াজ-মাহফিল শুনলে এবং তাদের কর্মকাণ্ড দেখলে তো বোঝা যায়, নাস্তিকরা ইসলাম সম্পর্কে যেসব অভিযোগ করে, সেগুলোই সত্যি।

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, বর্তমান যুগে সহি আলেম-ওলামা বলতে কেউ নেই। জাগতিক ভোগে মত্ত হয়ে এরা সবাই ধর্মব্যবসায়ী হয়ে গেছে এবং ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। কিন্তু এসব গুটিকয়েক মোল্লার দায় কেন ইসলামের ঘাড়ে চাপাবেন? নিজের বিবেক অনুযায়ী কোরআন-হাদিস পড়ুন। তাহলেই প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

কটূক্তি ২৭:
কোরআন যে আল্লাহর বাণী, কোরআন ব্যতীত আর কোনো প্রমাণ আছে?

দাঁতভাঙা জবাব:
মুহাম্মদ নিজ মুখে বলেছেন, কোরআন আল্লাহর বাণী। যেহেতু মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তাই তাঁর কথা সত্য।

কটূক্তি ২৮:
মুহাম্মদ যে আল্লাহর রসূল, তার প্রমাণ কী?

দাঁতভাঙা জবাব:
কেন, কোরআন? কোরানেই লেখা আছে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আর যেহেতু কোরআন আল্লাহর বাণী, তাই কোরআনের বক্তব্য সত্য।

কটূক্তি ২৯:
মুসলিমদের দাবি, ইসলাম নাকি মানবিক ধর্ম। অথচ কোরআন-হাদিস পড়লে অনেক অমানবিক, বর্বর বিধান দেখা যায়। তাহলে কীভাবে ইসলাম মানবতার ধর্ম হয়?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, ইসলাম শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষেই শতভাগ নির্ভুল বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মে কোনো বর্বরতা থাকতেই পারে না। মূলত বর্বর প্রথাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মানুষের দ্বারা। তাই ইসলামের মধ্যে যে সমস্ত বিধান বর্বর, সেগুলো মানুষের বিকৃতি ধরে বাতিল করে দিতে হবে। সুতরাং ইসলাম অবশ্যই মানবতার ধর্ম।

কটূক্তি ৩০:
শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত দাবি করলেও কোরানের অনেক আয়াত এবং অনেক হাদিস আছে, যেগুলো বিজ্ঞানবিরোধী। তাহলে কীভাবে ইসলাম শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম হয়?

দাঁতভাঙা জবাব:
ইসলাম হচ্ছে শতভাগ মানবিক ধর্ম। আর এত পূর্ণাঙ্গ মানবিক ধর্ম আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মে কোনো অবৈজ্ঞানিক তথ্য থাকতেই পারে না। মূলত অবৈজ্ঞানিক হাদিসগুলো মানুষ কর্তৃক সংযোজিত ধরে বাতিলযোগ্য। আর কোরানে কোনো অবৈজ্ঞানিক আয়াত নেই। তবে অর্থ পরিবর্তনের কারণে অনেক আয়াত অবৈজ্ঞানিক মনে হতে পারে। সেগুলোকে যথার্থ অর্থ দ্বারা প্রতিস্থাপন করলেই ইসলাম শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম বলে প্রমাণিত হবে।

কটূক্তি ৩১:
ইসলামের সমালোচনা করলে মুসলিমরা সমালোচনাকারীকে ছদ্মবেশী হিন্দু বলে দাবি করে। এছাড়াও অভিযোগ করে, এসব সমালোচনা খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৈরি। কিন্তু সমালোচক হিন্দু, খ্রিষ্টান বা অমুসলিম হলেই বা সমস্যা কোথায়? তারাও তো মানুষ।

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, মুসলিমরাই ইসলামের অনুসারী। অমুসলিমদের ইসলামের সমালোচনা করার কোনো এখতিয়ার নেই। তারা যে-ধর্ম পালন করছে, সেই ধর্মের সমালোচনা করে না কেন? নিজ ধর্ম বাদ দিয়ে অন্য ধর্মের সমালোচনা করাটা অনধিকার চর্চা এবং অগ্রহণযোগ্য।

কটূক্তি ৩২:
অমুসলিম মনীষীগণ ইসলাম বা মুহাম্মদের কোনো প্রশংসা করলে মুসলিমরা এত উৎফুল্ল হয় কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
ইসলাম শুধুই মুসলমানদের জন্য আসেনি। বৃহত্তর মানবকল্যাণ সাধনের জন্যই আল্লাহ নবীকে দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অমুসলিমরাও যখন ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে, তখনই তারা প্রশংসা করে। এটা মুসলিমদের জন্য একটা বিজয়।

কটূক্তি ৩৩:

মুমিনরা সব সময়ই ধর্ষণের পেছনে বেপর্দা, নারী-স্বাধীনতা ইত্যাদি কারণ খুঁজে বেড়ায়। এতে কি প্রকারান্তরে ধর্ষককে উৎসাহিত করা হচ্ছে না? ধর্ষক এগুলো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, কেউ ইচ্ছে করে ধর্ষক হয় না। ধর্ষণের পেছনে দায়ী তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নারী পুরুষ অবাধ বিচরণ। মূলত মানুষ যতই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ততই ধর্ষণ বাড়ছে। এক্ষেত্রে মূল কারণগুলো না বের করে শুধু ধর্ষকের সমালোচনা করে ধর্ষণ বন্ধ করা সম্ভব নয়।

কটূক্তি ৩৪:

ধর্মের নামে অনেক বিধর্মী নারীকে ধর্ষণ করা হয় গণিমতের মাল আখ্যায়িত করে। এছাড়াও মোল্লারা প্রায়ই শিশুধর্ষণ করে। এক্ষেত্রে কেন ধর্মের সমালোচনা করা হয় না?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, একটা ধর্ষণের জন্য ধর্ষকই মূলত অপরাধী। এক্ষেত্রে কেউ কেউ ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে সেটা ধর্মের দোষ হবে কেন?

কটূক্তি ৩৫:

মানুষসহ এই পৃথিবী বা পুরো মহাবিশ্ব যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে, তার প্রমাণ কী?

দাঁতভাঙা জবাব:

কোনোকিছুই আপনা-আপনি সৃষ্টি হতে পারে না। সবকিছুরই স্রষ্টা আছে। এই যে আপনি সুন্দর জামা-কাপড় পরেছেন, তা কি আপনা-আপনি তৈরি হয়েছে, না কেউ তৈরি করেছে? সামান্য জামা-কাপড়েরও যেখানে প্রস্তুতকর্তা আছে, সেখানে তার চেয়ে অনেক গুণ জটিল এবং বৃহৎ এই মহাবিশ্বেরও অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। আর তিনিই আল্লাহ।

কটূক্তি ৩৬:

সব কিছুর যদি একজন স্রষ্টা থাকতে হয়, তাহলে আল্লাহর স্রষ্টা কে?

দাঁতভাঙা জবাব:

সব কিছুরই যে স্রষ্টা থাকতে হবে, এটা ভুল ধারণা। কোথাও থেকে তো শুরু ধরতে হবে। সেই শুরুটা আল্লাহ। আল্লাহ স্বয়ম্ভু। তাই তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই।

কটূক্তি ৩৭:

আল্লাহ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তার মানে - কোন মানুষ অপরাধ করবে, তা আল্লাহ আগে থেকেই জানেন। যেহেতু মানুষের আল্লাহর জানার বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই, তাহলে মানুষ কেন পাপের শাস্তি পাবে?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, আল্লাহ বান্দার ভবিষ্যৎ জানেন ঠিকই, কিন্তু বান্দা পাপ করবে না পূন্য করবে, সেটা বান্দা নিজেই নির্ধারণ করে। তাই পাপের শাস্তি বান্দার প্রাপ্য।

কটূক্তি ৩৮:

যদি মানুষের স্বাধীনতা থাকে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার, তাহলে আল্লাহ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয় কীভাবে?

দাঁতভাঙা জবাব:

বান্দা পাপ-পুণ্যের পথ নির্ধারণ করে ঠিকই, তবে আল্লাহ ভালমতই জানেন, কোন পথে যাবে বান্দা। অবশ্যই আল্লাহ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

কটূক্তি ৩৯:
কোরানের হিংস্র আয়াতগুলো উপস্থাপন করলেই মুমিনরা বলে, এই আয়াতের শানে নুযুল জানতে হবে; বিচ্ছিন্নভাবে একটা আয়াত দিলে হবে না। ওই আয়াতে কী বলা আছে, সেটাই কি এর অর্থ বুঝতে যথেষ্ট নয়?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, কোরান বোঝা এত সহজ নয়। এই জন্য কোন প্রেক্ষিতে কোন আয়াত নাজিল হয়েছে এবং এর আগে পরে কী আয়াত আছে, তা অবশ্যই জানতে হবে। নাহলে বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার আশঙ্কা থাকে।

কটূক্তি ৪০:
মুমিনরা কোনো শানে নুযুল বা আগে পরের আয়াত ছাড়াই কোরানের শান্তিপূর্ণ আয়াতগুলো প্রচার করে।

দাঁতভাঙা জবাব:
আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "আমি কোরান তোমাদের জন্য সহজ করে নাজিল করেছি, যেন তোমরা তা বুঝতে পারো।" যেখানে সরলভাবেই অর্থ বোঝা যায়, সেখানে শুধু শুধু শানে নুযুল, আগে পরের আয়াত এনে প্যাঁচানোর কী আছে?

কটূক্তি ৪১:
ইসলামে যা যা বিশ্বাস করতে বলা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব প্রমাণ দেখানো হয়, তার সবই মুহাম্মদের মুখনিঃসৃত। এ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নেই। তাহলে কীভাবে বুঝব, মুহাম্মদ সত্যি বলেছে?

দাঁতভাঙা জবাব:
চোদ্দশত বছর ধরে শত শত কোটি মুসলিম উম্মাহ নবীজিকে বিশ্বাস করে আসছে। মিথ্যাবাদীর ওপর এত মানুষের বিশ্বাস রাখা সম্ভব হত না। এটাই প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ(সঃ) সত্য বলেছেন।

কটূক্তি ৪২:
কয়েকশ কোটি মানুষ হাজার বছর ধরে বিশ্বাস করে আসছ যিশু ঈশ্বরের পুত্র, কৃষ্ণ একজন অবতার। বিশ্বাসীদের সংখ্যা দেখেই কি এসবে বিশ্বাস করতে হবে।

দাঁতভাঙা জবাব:
কয়েকশ কোটি মানুষ বিশ্বাস করলেই যে কিছু সত্য হয়ে যাবে, তার কোনো যুক্তি নেই। বিশ্বাস ছাড়া কি আদৌ কোনো প্রমাণ আছে তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে?

কটূক্তি ৪৩:
মুসলিমরা বলে, ইসলাম নাকি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। অথচ মেরাজ, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা সহ অনেক বিষয় আছে ইসলাম ধর্মে, যেগুলো মোটেও বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাহলে কীভাবে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করব?

দাঁতভাঙা জবাব:
অনেক বিষয় আছে, যেগুলো বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এগুলো ঐশী পরিকল্পনার অংশ। আল্লাহর পক্ষে সবই সম্ভব - এই বিশ্বাস রাখতে হবে।

কটূক্তি ৪৪:
যদি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে তো যে কোনো ধর্মেই বিশ্বাস স্থাপন করা যায়।

দাঁতভাঙা জবাব:
চোখ বুঁজে বিশ্বাস করতে হবে কেন? যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাসম্মত, সেই ধর্মই গ্রহণ করতে হবে। ইনশাল্লাহ ইসলাম ধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম।

কটূক্তি ৪৫:

জান্নাতে পুরুষদের জন্য ৭২ টা হুর বা যৌনসঙ্গিনী রাখা হয়েছে। এর পরও তাদের জন্য গেলমান বা বালক-যৌনসঙ্গীর ব্যবস্থা আছে। এটা কি বিকৃত শিশুকামিতার উদাহরণ নয়?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, কোথাও বলা হয়নি - গেলমানরা যৌনসঙ্গী। তাদের রাখা হয়েছে জান্নাতীদের খেদমতের জন্য। নাস্তিকরা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ইসলামকে বিকৃত করে।

কটূক্তি ৪৬:

পুরুষদের কামনা পূরণের জন্য স্ত্রীর পাশাপাশি ৭২ টা হুর আছে। অথচ নারীর জন্য এমন কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো নারীর স্বামী যদি জান্নাতে না যায়, তাহলে তো তাকে একা কাটাতে হবে। এতে কি নারীকে বঞ্চিত করা হয়নি?

দাঁতভাঙা জবাব:

ইসলামে নারীর পূর্ণ যৌন-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের চাহিদা পূরণের জন্য গেলমানদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাস্তিকরা নারীবাদী সেজে ধোঁকা দিয়ে নারীদের ইসলাম তথা জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

কটূক্তি ৪৭:
মুসলিম-অধ্যুষিত বেশিরভাগ দেশেই বিধর্মীদের মূর্তি বা উপাসনালয় ভেঙে ফেলা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা এত কম কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
যারা অন্ধবিশ্বাসে আক্রান্ত, তাদের চোখ খুলে দেবার জন্য এ ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি? কখনো দেখেছেন, ওদের কথিত দেবতারা এসব ঠেকাতে পেরেছে? বরং এর পূজারীরাই ঠেকাতে চেষ্টা করেছে। এতেই প্রমাণিত হয়, কথিত দেবতাদের কোনো শক্তি নেই।

কটূক্তি ৪৮:
কোথায় কোনো মসজিদ ভাঙলে মুসলিমরা প্রতিবাদ করে কেন? তাঁরা কেন আল্লাহর প্রতিরোধের আশায় বসে থাকে না? আল্লাহ সর্বশক্তিমান হলে তো নিজেই মসজিদ ভাঙা ঠেকাতেন।

দাঁতভাঙা জবাব:
মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়ায় রেখেছেন। অবশ্যই আল্লাহ সর্বশক্তিমান। কিন্তু কতিপয় বিধর্মীর কাছে তিনি নিজ শক্তির পরীক্ষা দেবেন না। এর জন্য মুসলিমদের ঈমানী শক্তিই যথেষ্ট।

কটূক্তি ৪৯:
ধার্মিকরা এখন নিজেদের ধর্মকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে দাবি করে। কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্বের সপক্ষে কি বিজ্ঞানসম্মত কোনো প্রমাণ দিতে পারবে তারা?

দাঁতভাঙা জবাব:
স্টিফেন হকিং-এর মত একজন বিজ্ঞানী তাঁর 'অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' গ্রন্থে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মানে স্রষ্টাকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কটূক্তি ৫০:
স্টিফেন হকিং কাব্যিক উপমা হিসেবে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু 'দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন' গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাহলে ধার্মিকরা কেন এখনো কাল্পনিক স্রষ্টার আরাধনা করে?

দাঁতভাঙা জবাব:
স্রষ্টা মানুষের অনুধাবনের বাইরে। তিনি না চাইলে কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেই তাঁর অস্তিত্ব বের করা সম্ভব না। আর হকিং তো একটা পাগল। ওর মত পাগল-ছাগলের কথায় স্রষ্টার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। ওকে পাগলাগারদে রেখে চিকিৎসা করানো উচিত।

কটূক্তি ৫১:

কোরানে সূরা লুক্বমান ৩৪ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে, গর্ভের সন্তান কী হবে, তা একমাত্র আল্লাহ জানে। কিন্তু বর্তমানে গর্ভাবস্থায় সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয় করা সম্ভব। এতে কি কোরআন ভুল প্রমাণিত হয় না?

দাঁতভাঙা জবাব:

উক্ত আয়াতে মোটেও লিঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করা হয় নি। ইঙ্গিত করা হয়েছে বাচ্চার চরিত্র কী হবে। সে কি পুণ্যবান হবে, না পাপী হবে, সে জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে। নাস্তিকরা মিথ্যা তাফসির নিয়ে আসে কোরনের ভুল ধরার জন্য।

কটূক্তি ৫২:

৩১:৩৪ আয়াতের অর্থ যদি হয়, সন্তানের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ সব জানেন, তাহলে সন্তানের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে দায়ী করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? তার তো আল্লাহর জানা পথের বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই।

দাঁতভাঙা জবাব:

আসলে উক্ত আয়াতে সন্তানের লিঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যদিও বর্তমানে মাতৃজঠরে গঠন পূর্ণ হবার পর ছেলে না মেয়ে, তা জানা যায়, কিন্তু মহান আল্লাহতায়ালা ভ্রুণ অবস্থাতেই জানেন সন্তানের লিঙ্গ কী। নাস্তিকরা এই সরল বিষয়টি অযথা প্যাঁচায় মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য।

কটূক্তি ৫৩:
মুসলিমরা ইহুদি, খ্রিষ্টানদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করে, তাদের নাম গালি হিসেবে উচ্চারণ করে। যদিও অনেক ইহুদি-খ্রিষ্টান ধর্মান্ধ, কিন্তু তাদের জন্য পুরো সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

দাঁতভাঙা জবাব:
ইহুদি-নাসারারা সব সময়ই ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ষড়যন্ত্র করে এসেছে। হতে পারে, সবাই খারাপ না, কিন্তু তারা একই ধর্মের অনুসারী। যারা ভাল, তাদের উচিত ঘৃণিত ধর্ম ত্যাগ করা।

কটূক্তি ৫৪:
ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে, জিহাদের নামে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে, সেসব জঙ্গিকে মুসলিম সন্ত্রাসী বললে মুসলিমরা আপত্তি করে কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, গুটিকয়েক মুসলিম নামধারী জঙ্গির জন্য সমগ্র মুসলিমজাতিকে দায়ী করা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। দুনিয়ার সকল মুসলিম খারাপ নয়, যারা খারাপ, তাদের দায় সবাই নেবে কেন? এরকম সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

কটূক্তি ৫৫:
ইসলামিক রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার নেই কেন? কেন অমুসলিমদের উপাসনালয় তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয় না?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, দুইয়ে দুইয়ে চার যেমন সত্য, ইসলামও তেমন সত্য ধর্ম। আল্লাহ কোরানে বলেছেন, তিনি অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবেন না। কেউ যদি বলে, দুইয়ে দুইয়ে তিন, তাহলে কি আপনি তাকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করবেন? ইসলামিক রাষ্ট্রেও তাই অমুসলিমদের প্রকাশ্যে মিথ্যা ধর্ম পালনের অধিকার নেই। তবে তারা তাদের গৃহে ধর্ম পালন করতে পারে।

কটূক্তি ৫৬:
মুসলিমরা কেন অমুসলিম প্রধান রাষ্ট্রেও ধর্মীয় অধিকার চায়? মসজিদ বানাতে চায়?

দাঁতভাঙা জবাব:
অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, কিন্তু মুসলিমরা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত। তাই আল্লাহর জমিনে যে কোনো জায়গায় মুসলিমদের ধর্ম পালনের অধিকার আছে।

কটূক্তি ৫৭:

একজন বিজ্ঞানীর কর্মের সাথে তার ধর্মীয় পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তবু কেন মুসলিম বিজ্ঞানী বলা হয়? তাদের গবেষণার সাথে ব্যক্তিগত ধর্মের সম্পর্ক কী?

দাঁতভাঙা জবাব:

মুসলিম মানে ইসলামের অনুসারী। সব সময়ই অভিযোগ করা হয়, ইসলাম নাকি জ্ঞানবিমুখ করে রাখে মানুষকে। এই অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। ইসলাম মানুষকে জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহী করে, তার প্রমাণ মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

কটূক্তি ৫৮:

আইনস্টাইন, নিউটন, হকিং-দেরকে কি তাহলে ইহুদি বা খ্রিষ্টান বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচয় দেওয়া হবে?

দাঁতভাঙা জবাব:

একজন বিজ্ঞানীর কর্মের সাথে তার ধর্মীয় পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন তো নয়, তারা ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে কিছু আবিষ্কার করেছে। তাহলে শুধু শুধু কেন তাদের ইহুদি বা খ্রিষ্টান বিজ্ঞানী বলা হবে?

কটূক্তি ৫৯:

কোনো মুসলিম যদি নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে, তাহলে তাকে কী করা হবে? কোরান-হাদিসে তো এই বিষয়ে কোনো বিধান নেই।

দাঁতভাঙা জবাব:

যেহেতু কোরান-হাদিসে লিঙ্গান্তর প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি, তাই এটি মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ বলে গণ্য করতে হবে।

কটূক্তি ৬০:

টেলিভিশন সম্পর্কে তো কোরান-হাদিসে কিছু বলা হয়নি। তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য কেন টেলিভিশন ব্যবহার করা হয়?

দাঁতভাঙা জবাব:

যেহেতু টেলিভিশন সম্পর্কে কোরান-হাদিসে কিছু বলা হয়নি, তাই টেলিভিশন নিষিদ্ধ বলা যাবে না।

কটূক্তি ৬১:
মুসলিম অধ্যুষিত দেশে অমুসলিমদের ওপর ইসলাম চাপিয়ে দেওয়া হয় কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
ইসলাম কোনো গৎবাঁধা প্রার্থনাকেন্দ্রিক ধর্ম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা সকল ধর্মের মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

কটূক্তি ৬২:
ইসলাম সকল ধর্মের মানুষের জন্য প্রযোজ্য হলে অমুসলিমরা কেন ইসলাম নিয়ে কথা বলতে পারবে না?

দাঁতভাঙা জবাব:
অমুসলিমদের কোনো অধিকার নেই ইসলাম নিয়ে কথা বলার। তারা নিজ ধর্মের সমালোচনা করতে পারে না? কেন ইসলাম ধর্ম নিয়ে এত চুলকানি তাদের?

কটূক্তি ৬৩:

মুসলিমরা মিনার, সৌধ এসবের বিরোধিতা করে কেন? ফুল দিয়ে প্রতীকীভাবে শহীদদের শ্রদ্ধা জানালে কার কী ক্ষতি হয়?

দাঁতভাঙা জবাব:

ইসলামে প্রতীকী কোনো কিছুর স্থান নেই। এসব প্রতীকী কাজে আদৌ কারও লাভ হয়? শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ এগুলো পৌত্তলিকতার অংশ। তাই প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব এর বিরোধিতা করা।

কটূক্তি ৬৪:

মুসলিমরা কেন 'হাজরে আসওয়াদ' এ চুমু খায়? এটা কি পৌত্তলিকতার অংশ নয়?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, এটা একটা প্রতীকী ব্যাপার। আমরা তো পাথরপূজা করছি না, পাথরে চুমু খাওয়ার নামে আমরা আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কটূক্তি ৬৫:

মুসলিমদের ধর্মানুভূতি এত তীব্র কেন? অন্য ধর্মাবলম্বীদের তো সামান্য কথায় ধর্মানুভূতি আহত হয় না; তারা কল্লা দাবি করে না, সাম্প্রদায়িক হামলা করে না।

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের ঈমানের তুলনা চলে না। অমুসলিমরা তাদের ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন, কারণ তারা জানে, তাদের ধর্ম মিথ্যা, তাই তাদের অনুভূতিও নেই। অপরদিকে মুসলিমরা ইসলামের ইজ্জত নিয়ে সবসময়ই সোচ্চার। এটা ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে।

কটূক্তি ৬৬:

সারা বিশ্বের মুসলিমরা কেন এতো বেশি আন্তঃসংঘাতে লিপ্ত? অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তো এতো সংঘাত নেই।

দাঁতভাঙা জবাব:

ইহুদি-নাসারারা ষড়যন্ত্র করে মুসলিমদের ইসলাম থেকে দুরে সরিয়ে রাখছে। তাই তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে এবং নিজেরা সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। ইহুদি-নাসারারা জানে তাদের ধর্ম মিথ্যা, তাই তারা একজোট হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এটাই প্রমাণ করে ইসলাম সত্য ধর্ম।

কটূক্তি ৬৭:

আল্লাহ জ্বিন এবং মানুষকে শুধুই তাঁকে সেজদা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আল্লাহ কেন ইবলিশকে আদমকে সেজদাহ করার নির্দেশ দিলেন? এটা কি শিরকের সাথে তুলনীয় নয়?

দাঁতভাঙা জবাব:

কোরানের ২:৩৪, ২০:১১৬, ১৫:৩০-৩১ অনুযায়ী ইবলিশ ফেরেশতা। আর ফেরেশতাদের আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

কটূক্তি ৬৮:

ইবলিশ ফেরেশতা হলে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করল কীভাবে? ফেরেশতাদের তো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই।

দাঁতভাঙা জবাব:

কোরানের ১৮ নম্বর সূরা (কাহফ) ৫০ নম্বর আয়াত অনুযায়ী ইবলিশ জ্বিন। আর জ্বিন এবং মানুষকে আল্লাহ তার নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

কটূক্তি ৬৯:
মুসলিমরা ভিন্ন দেশের মুসলিমদের ওপর অত্যাচার নিয়ে যতটা সোচ্চার, নিজ দেশের অমুসলিমদের ওপর অত্যাচার নিয়ে সোচ্চার নয় কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, মুসলিম-মুসলিম ভাই-ভাই। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। আপনারা দেশ, জাতির ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে চান মুসলিমদের।

কটূক্তি ৭০:
বিশ্বব্যাপী মুসলিম সন্ত্রাসীরা ইসলাম কায়েমের নামে বোমা হামলা, লুটপাট, অপহরণ করছে, তার শিকার মুসলিম-অমুসলিম সবাই হচ্ছে। তবু শান্তিবাদী মুসলিমরা এ নিয়ে নীরব কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, সারা বিশ্বে কী হচ্ছে, তা দেখার চাইতে নিজ দেশের ভালো-মন্দের ওপর নজর দেওয়া উচিত। অন্য দেশের মুসলিমরা অপকর্ম করলে সেটা সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যাপার। তার দায় সারা বিশ্বের মুসলিমরা নেবে কেন?

কটূক্তি ৭১:

মুসলিমরা দাবি করে, বিজ্ঞানীরা নাকি কোরান থেকে সূত্র নিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী এমন কোনো তথ্য দিয়েছেন বলা জানা যায়নি। আর পুরো কোরান ঘেঁটে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইহুদি-নাসারা বিজ্ঞানীরা কখনোই স্বীকার করবে না যে, তারা কোরান থেকে জ্ঞান আহরণ করে। তাহলে তাদের চৌর্যবৃত্তি ধরা পড়ে যাবে। আর পবিত্র কোরআন বিজ্ঞানের বই নয় যে, সরাসরি তত্ত্ব দেওয়া থাকবে। তবে অনেক আবিষ্কারের ইঙ্গিত দেওয়া আছে, যেগুলো কাজে লাগিয়েছে বিজ্ঞানীরা।

কটূক্তি ৭২:

এ ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ বাণী তো অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও আছে। যেগুলোর বিভিন্ন অর্থ দাঁড় করানো যায় এবং চাইলে বিজ্ঞানের সাথেও মেলানো যায়। তাহলে তো এটাও দাবি করা যায়, বিজ্ঞানীরা এসব গ্রন্থ থেকেই আবিষ্কার করেছে।

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, গোঁজামিল দিয়ে বিজ্ঞানের সাথে মেলালেই তাকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বলা যায় না। কোনো বিজ্ঞানী কি বলেছে যে, তারা এসব গ্রন্থ থেকে আবিষ্কার করেছে? কোনো প্রমাণ আছে এর পক্ষে?

কটূক্তি ৭৩:
ধর্মে নৈতিকতা সম্পর্কিত যেসব সাধারণ বাণী আছে, তা মানুষ নিজেদের বিবেচনা বোধ থেকেই জানতো। এ ক্ষেত্রে ধর্মের কৃতিত্ব কী?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, ভালো-মন্দের তফাত সম্পর্কে মানুষের ধারণা থাকলেও তা মানার বাধ্যবাধকতা ছিলো না। ধর্মের কারণে সৎ পথে চলার ঐশী বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়, যা চিরন্তন। এইজন্যই ধর্মকে নৈতিকতার উৎস বলা হয়।

কটূক্তি ৭৪:
ধর্মে অনেক বর্বর প্রথা আছে, যা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মান্ধরা এসব পালন করে এবং অন্যকেও পালন করতে বাধ্য করে।

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, এসব প্রথা আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো। যুগের প্রয়োজনে সেগুলো বহাল রাখলেও বর্তমানে সেসবের প্রয়োজনীয়তা নেই। ধর্ম কখনোই অন্যায় কাজে বাধ্য করে না। নিজের বিবেচনাবোধ কাজে না লাগিয়ে কেউ ধর্মের নামে অন্যায় করলে তাতে ধর্মের দোষ কোথায়?

কটূক্তি ৭৫:

জীবন-যাপনের প্রতিটি উপাদান মানুষ নিজ যোগ্যতা বলে অর্জন করে। অথচ বিশ্বাসীরা সবকিছুর জন্য স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা জানায় কেন? স্রষ্টার দৃশ্যমান ভূমিকা কী?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, মানুষের অর্জনগুলো আদতে স্রষ্টারই অবদান। প্রকৃতিতে যা কিছু পাওয়া যায় সব স্রষ্টার দান। আর এসব কাজে লাগানোর জ্ঞানও স্রষ্টা দিয়েছেন। তাই সব কিছুর কৃতিত্ব মূলত স্রষ্টার।

কটূক্তি ৭৬:

মানুষের সকল অর্জনের কৃতিত্ব স্রষ্টার হলে ব্যর্থতার দায় কেন স্রষ্টার নয়? কেন বিশ্বাসীরা স্রষ্টার নিন্দা না করে মানুষকে দায়ী করে?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, প্রচেষ্টা যখন মানুষের, ব্যর্থতার দায়ভারও মানুষেরই। স্রষ্টা মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন, তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে স্রষ্টার দোষ কী?

কটূক্তি ৭৭:
নিজ নিজ ধর্মকে বিজ্ঞানসম্মত দাবি করলেও সিংহভাগ ধার্মিকই বিবর্তন মানতে চায় না। কারণ তা সৃষ্টিতত্ত্ব বাতিল করে দেয়।

দাঁতভাঙা জবাব:
বিবর্তন হচ্ছে বিজ্ঞানীদের তৈরি গালগল্প, যার কোনো ভিত্তি নেই। বানরের পেট থেকে মানুষ জন্মাতে কেউ কখনো দেখেছে? আর মানুষ যদি বানর থেকেই আসে, তাহলে দুনিয়ায় এখনো বানর আছে কেন?

কটূক্তি ৭৮:
বিবর্তন তত্ত্বে বলা হয়নি, মানুষ বানর থেকে এসেছে। মানুষ ও বানর একটি 'সাধারণ পূর্বপুরুষ' থেকে এসেছে, যা বানর জাতীয় (প্রাইমেট) হলেও আজকের বানর (মাঙ্কি) নয়। এর সপক্ষে অনেক ফসিল পাওয়া গিয়েছে।

দাঁতভাঙা জবাব:
যে তথাকথিত পূর্বপুরুষের কথা বলা হয়েছে, আজ পর্যন্ত সেরকম কোনো প্রাণী দেখাতে পারেনি বিজ্ঞানীরা। কিছু হাড়-গোড় দেখালেই তো প্রমাণিত হয় না, এগুলোই মানুষের পূর্বপুরুষ।

কটূক্তি ৭৯:

ইসলামকে জঙ্গি, সন্ত্রাসের ধর্ম বললেই কতল করার দাবি তোলে মোল্লারা। এটাই কি প্রমাণ করে না যে, ইসলাম কতটা হিংস্র ধর্ম?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইসলাম হচ্ছে উদার, শান্তির ধর্ম। ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা মানে শান্তির বিরুদ্ধে কথা বলা। আর যে শান্তির বিরুদ্ধে কথা বলে, তার কঠোর শাস্তি প্রাপ্য।

কটূক্তি ৮০:

যেসব মুসলিম জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তাদেরকেও কেন কতল করতে চায় মোল্লারা? তারা তো তথাকথিত শান্তিপূর্ণ ইসলামেরই প্রচার করে।

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইসলাম শুধুই প্রার্থনার ধর্ম নয়। জিহাদ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যারা জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, জিহাদিদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী বলে তারা আসলে মুনাফিক। তারা কঠোর শাস্তি প্রাপ্য।

কটূক্তি ৮১:

ইসলামের তথাকথিত ভালো দিকগুলো নিয়ে গলাবাজি করলেও প্রয়োগের ব্যাপারে মোল্লাদের আগ্রহ নেই। যেমন, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে মেয়ে-সন্তানের অধিকার ছেলে-সন্তানের অর্ধেক হলেও আমাদের দেশে তা তেমন মানা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের বঞ্চিত করা হয়। অথচ এ নিয়ে কারো উচ্চবাচ্য নেই।

দাঁতভাঙা জবাব:

আলেমদের দায়িত্ব হলো ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা। তাঁরা তা করেছেন। কোনো মুসলিম যদি তা না মানেন, তাহলে আলেমরা কী করতে পারেন? ইসলাম জোর জবরদস্তির ধর্ম নয়।

কটূক্তি ৮২:

হিল্লা বিয়ে, দোররা, পর্দা, মুরতাদ ঘোষণা এসব নিয়ে মোল্লারা এমন বাড়াবাড়ি করে কেন? তারা যা বলার বলেছে। যার ইচ্ছে পালন করবে, যার ইচ্ছে নেই, পালন করবে না। মানুষের স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ করা?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইসলাম কোন স্বেচ্ছাচারিতার ধর্ম নয় যে, যেভাবে ইচ্ছে চলা যাবে। অবশ্যই প্রত্যেককে ইসলামী নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে; না চললে তাকে বাধ্য করতে হবে। আলেমদের এখতিয়ার আছে প্রত্যেককে বাধ্য করা।

কটূক্তি ৮৩:
ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের তুলনা করলে মুমিনরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কেন? সব ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে সমস্যা কী?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, ইসলামের সাথে অন্য ধর্মগুলোর তুলনার প্রশ্নই আসে না। ইসলাম শুধুই একটা আচারসর্বস্ব ধর্ম নয়, তা আল্লাহ মনোনীত একমাত্র দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। ইসলাম নিজেই নিজের তুলনা। অন্য ধর্মের সাথে তুলনা ইসলামের জন্য অমর্যাদাস্বরূপ।

কটূক্তি ৮৪:
ইসলামের সমালোচনা করলে মুমিনরা কেন দাবি করে, অন্য ধর্মের সমালোচনাও করতে হবে? অন্য ধর্মে ভুল থাকলে কি ইসলামের ভুলগুলো গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন, নাস্তিকরা শুধুই ইসলামের সমালোচনা করে, এ থেকেই বোঝা যায়, তারা আদৌ নাস্তিক নয়, ইসলামবিদ্বেষী হিন্দু/কাফের। দুনিয়াতে কি আর কোনো ধর্ম নেই, শুধু ইসলাম নিয়ে টানাহেঁচড়া কেন? সত্যিকারের নাস্তিক হলে সব ধর্মের তুলনামূলক বিচার করতো।

কটূক্তি ৮৫:
নাস্তিকদের ছদ্মনাম ব্যবহারে মুমিনদের আপত্তি কেন? নাম যা-ই হোক, ব্যক্তির লেখাই তো মূখ্য। ছদ্মনাম ব্যবহার করলে কি লেখার যৌক্তিকতা ক্ষুণ্ণ হয়?

দাঁতভাঙা জবাব:
নাস্তিকরা অনেক বড় বড় কথা বলে, অথচ প্রকাশ্যে নিজেদের পরিচয় দিতেই ভয় পায়। তারা নিজেদের সত্যবাদী মনে করলে আসল পরিচয়ে আসুক। আসলে নাস্তিকের আড়ালে সবাই ইসলামবিদ্বেষী হিন্দু, তাই ছদ্মনাম ব্যবহার করে।

কটূক্তি ৮৬:
প্রকাশ্যে কেউ নাস্তিকতার প্রচার করলে বা কোনো মুসলিম ইসলামত্যাগের ঘোষণা দিলে মুমিনরা কি মেনে নেবে?

দাঁতভাঙা জবাব:
৯৭ ভাগ মুসলিমের দেশে প্রকাশ্যে নাস্তিকতার প্রচার কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। কোনো নাস্তিক এই ঘোষণা দিলে তৌহিদি জনতা তাদের ঈমানি শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে। আর ইসলামত্যাগকারীকে অবশ্যই কতল করা হবে।

কটূক্তি ৮৭:
ইসলামে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
যে যা খায়, সে সেই মত আচরণ করে। যেমন অমুসলিমরা শূকরের মাংস খায় বলে তাদের স্বভাব শুকরের মত। খ্রিষ্টানদের ডান্স পার্টিগুলোতে নেচে নেচে উত্তেজনার উত্তুঙ্গে উঠে একে অপরের সাথে শোয়ার জন্য বউ বদল করে নেয়; যেমনটা শূকররা করে থাকে।

কটূক্তি ৮৮:
কোনো প্রাণীর মাংস খেলেই যদি সেই প্রাণীর মত আচরণ করে কেউ, তাহলে মুসলিমরা গরু-ছাগল খায় কেন? তাদের আচরণ কি গরু-ছাগলের মতো? তারা কি গরুর মতো সঙ্গম করে?

দাঁতভাঙা জবাব:
কোনো প্রাণীর মাংস খেলেই যে সেই প্রাণীর মত আচরণ করবে, এর পেছনে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। মানুষ বেঁচে থাকার জন্যই প্রাণীর মাংস খায়। এটার সাথে আচরণের সম্পর্ক নেই।

* এবারের দাঁত ভাঙা কার্টেসি Dr Zakir Naik.

কটূক্তি ৮৯:
মুসলিমরা অমুসলিমদের দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে তাদের বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়; শরিয়া আইন প্রবর্তনের কথা বলে।

দাঁতভাঙা জবাব:
এইসব ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, সেক্যুলারিজম ইসলামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। যে কোনো অবস্থাতেই একজন মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা।

কটূক্তি ৯০:
অমুসলিমরা তাদের দেশে ইসলাম-শরিয়া প্রসার নিষিদ্ধ করলে মুসলিমরা আপত্তি জানায় কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
দেখুন নিজ ধর্ম পালন করা, প্রচার করা ব্যক্তিস্বাধীনতা আর বাকস্বাধীনতার অংশ। ইহুদি-নাসারারা বলে, তাদের দেশে সবাই স্বাধীন, তাহলে মুসলিমরা দ্বীনের প্রসার ঘটাতে পারবে না কেন?

* এবারের দাঁতভাঙা কার্টেসি পিনাকী লেভেলের সুশীলরা...

কটূক্তি ৯১:
আলকায়েদা, তালেবান, আইএসআইএস, বোকো হারাম ইসলামের নামে এতো সন্ত্রাসী সংগঠন মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে; মুসলিমরাও রেহাই পাচ্ছে না। তারপরও সারা বিশ্বের মুসলিমরা নীরব কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
এরা কেউই সহি মুসলিম না; এদের কর্মকাণ্ডের সাথে সহি ইসলামের সম্পর্ক নেই। ইহুদি-নাসারাদের মোড়ল আম্রিকা এদের তৈরি করেছে ইসলাম ও মুসলিমদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য।

কটূক্তি ৯২:
আম্রিকা-ন্যাটো জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে মুসলিমরা প্রতিবাদ করে কেন?

দাঁতভাঙা জবাব:
মুসলিমরা একে অপরের ভাই। একজন মুসলিমের ওপর হামলা চালানো মানে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ওপর হামলা চালানো; ইসলাম মুছে দেবার নিশানা। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ঈমানি দায়িত্ব...

কটূক্তি ৯৩:

মুমিনরা প্রায়ই দাবি করে, নাস্তিকরা ইসলাম সম্পর্কে কিছু না জেনে সমালোচনা করে। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে নাস্তিকরা কোরান-হাদিসের সূত্র দিয়ে সমালোচনা করে।

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, জানার কোনো শেষ নাই। দু'পারা কোরান-হাদিস পড়লেই ইসলাম বোধগম্য হয়ে যায় না। ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝতে হলে আপনাকে আরো গভীরভাবে পাঠ করতে হবে। তাহলেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারবেন।

কটূক্তি ৯৪:

বেশিরভাগ মুমিন না কোরান-হাদিস না পড়েই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাস থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে।

দাঁতভাঙা জবাব:

না জেনে ইসলাম বিশ্বাস করা যাবে না, এমন কোনো কথা নেই। ঈমান হচ্ছে গভীর অনুভূতির বিষয়, যা সবার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব না।

কটূক্তি ৯৫:

মুহাম্মদকে নিয়ে কার্টুন আঁকলে কেন জঙ্গি হামলা চালিয়ে খুন করতে হবে? কার্টুন আঁকার প্রতিবাদ তো কার্টুন এঁকেই করা যায়।

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, ইহুদি-নাসারাদের মোড়ল আমেরিকা কিছু মস্তিষ্কবিকৃত লোককে দিয়ে এইসব হামলা সৃষ্টি করায় নিজেদের স্বার্থে। দুনিয়ার বেশিরভাগ মুসলিমই এসব সমর্থন করে না।

কটূক্তি ৯৬:

তার মানে মুহাম্মদের কার্টুন আঁকলে বা ইসলামের সমালোচনা-ব্যঙ্গ করলে মুসলিমরা স্বাভাবিক ভাবে নেবে?

দাঁতভাঙা জবাব:

মুহাম্মদ (সঃ) হচ্ছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ। মুসলিমরা তাকে নিজের জীবনের চেয়েও ভালবাসে। তার সম্মানহানি করা মানে মুসলিম বিশ্বের ওপর আঘাত যা মুসলিমরা কখনোই মেনে নেবে না। ঈমানি শক্তি দিয়ে জবাব দেবে।

কটূক্তি ৯৭:

মুমিনরা দাবি করে, ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়। নারীর শরীর পুরোপুরি ঢেকে রাখতে বাধ্য করে কীভাবে নারীকে সম্মান করা হয়?

দাঁতভাঙা জবাব:

দেখুন, পর্দা নারীর জন্য বাধ্যবাধকতা নয়; পছন্দ। ইসলামে নারীকে পর্দা বাছাই করার অধিকার দেয়।

কটূক্তি ৯৮:

তার মানে - নারীরে চাইলে পর্দা না করেও চলতে পারবে?

দাঁতভাঙা জবাব:

নারীরা পর্দা না করে চললে সমাজ নষ্ট হয়, বেলেল্লাপনা-অশ্লীলতা দেখা দেয়, পুরুষদের চরিত্র নষ্ট হয়। তাই অবশ্যই নারীকে পর্দার ভেতর থাকতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই।

কটূক্তি ৯৯:

ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত আচার হলে ইসলামকে কেন রাজনীতিতে ব্যবহার করা হয়? কেন সবার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়?

দাঁতভাঙা জবাব:

ইসলাম শুধুই আচারসর্বস্ব ব্যক্তিগত ধর্ম নয়। এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। রাষ্ট্র পরিচালনার সব নিয়ম ইসলামে আছে।

কটূক্তি ১০০:

ইসলাম রাজনৈতিক মতবাদ হলে ইসলামের সমালোচনা করলে কেন ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ আনে মুমিনরা?

দাঁতভাঙা জবাব:

মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত আনার অধিকার কারো নেই।

কটূক্তি ১০১:
গুটিকয়েক জঙ্গি ইসলামের নামে যেসব সন্ত্রাস করে, তা কোরান-হাদিস দ্বারাই স্বীকৃত। তাহলে কেন বলা যাবে না জঙ্গিদের কর্মকাণ্ডই ইসলামের প্রকৃত রূপ?

দাঁতভাঙা জবাব:
সিংহভাগ মুসলিমদের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক নেই। সেই তুলনায় স্বল্প সংখ্যক সালাফিদের কর্মকাণ্ড যারা সহি ইসলাম বলে প্রচার করতে চায়, তারা মূলত মৌলবাদের হাতকে শক্ত করে। এরা সালাফি সেক্যুলার। সালাফি মুসলিমদের সাথে এরাই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী।

কটূক্তি ১০২:
উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার থাকলেও অধিকাংশই মুসলিমই তা মান্য করে না। তাহলে কি বলতে হবে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কন্যাশিশুর অধিকার ইসলামের অংশ নয়?

দাঁতভাঙা জবাব:
কন্যাশিশু উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে হক আছে, তা ইসলাম সম্মত এবং কোরান-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যদি একজন মুসলিমও তা পালন না করে, তার জন্য ইসলাম পরিবর্তিত হয়ে যায় না।

* দাঁতভাঙা কার্টেসি: বামাতি এবং মডারেট।

কটূক্তি ১০৩:
নাস্তিকরা ইসলাম নিয়ে কটূক্তি মুমিনরা করলে কেন তাদের কতল করে, কেন ফাঁসির দাবি তোলে? কেন আল্লাহর ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দেয় না?

দাঁতভাঙা জবাব:
যারা ইসলামের নামে ইসলামের রসূলের নামে কটূক্তি করে বেড়ায়, ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে, তারা ইসলামের শত্রু। এর চেয়ে জঘন্য অপরাধ আর হতে পারে না। এই অপরাধের শাস্তি দেওয়া প্রতিটি মুসলিমের ঈমানি দায়িত্ব।

কটূক্তি ১০৪:
ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, বোমা হামলা, খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এতো অপকর্ম যারা করে বেড়ায়, তাদের কেন মুমিনরা শাস্তি দেয় না?

দাঁতভাঙা জবাব:
যারা ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস করে বেড়ায়, তারা ইসলামের শত্রু। এরা ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে। তবে ইসলাম হেফাজতের মালিক আল্লাহ। ইনশাল্লাহ কেয়ামতে আল্লাহ তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।

[বি.দ্র. কটূক্তির বদলে দাঁত ভাঙা জবাবগুলো আমার নয়। বিভিন্ন সময়ে ভার্চুয়াল মুমিনগণ যে জবাব দিয়েছেন, তা কপি করে ছড়িয়ে দিচ্ছি শুধু। আপনারাও সবাই শেয়ার করে নাস্তিকদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জবাব দিন, ঈমান পোক্ত করুন...]

ওয়াশিকুর বাবু

ইছলাম নামের বর্বর ধর্ম কেড়ে নিয়েছে যাঁর প্রাণ